

অর্থনীতি, মুসলিম সংস্কৃতি ও চীন

কুদ্দুস খান

সেতারা হাশেমের জন্য খারাপ সংবাদ। তা হলো, চীন তার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ৬টি ব্যাক্সের মধ্যে ২ টি ব্যাক্স ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর ইসলামিষ্টদের জন্য খারাপ সংবাদ হচ্ছে, সৌদি আরবসহ গাল্ফ দেশ সমূহের GDP ক্রমাগত কমছে, অর্থাৎ দেশ সমূহ ক্রমেই গরীব হচ্ছে। সৌদি আরবের জন প্রতি GDP ১৯৮০ সালের তুলনায় বর্তমানে অর্ধেক হয়েছে। অর্থনীতিবিদগণ বলছেন, আগামী ২০ বছরে সৌদি আরবসহ গাল্ফ দেশ সমূহের GDP আরও অর্ধেক নেমে এসে বিশ্বের গরীবদেশ সমূহের তালিকায় চলে আসবে। কারণ, গাল্ফের মুসলিম সংস্কৃতি বহু বিবাহ সমর্থন করার কারণে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্বে সবার উপরে। (পরিসংখ্যাণ নেয়া হয়েছে, the US Geological Survey, The economist, Newyork Times থেকে) এ প্রসঙ্গে লন্ডনের The economist বলেন, 'the income per person generated by GCC oil exports has been dwindling since the 1970s, precipitously in some countries: Saudi Arabia's GDP per head is now half of its 1980 peak....2020 the Gulf will be supplying over half the world's oil needs. But by that time the Arab Gulf states' population will have doubled. And high oil prices will speed the search for alternatives. Who knows, in 20 years' time fuel cells and hydrogen power may have started to become commercial propositions.' সদালাপের সম্পাদককে আরও একটি নতুন দফা দেওয়া হল, যাতে করে তিনি আরও একটি চিরকুট লিখে বলতে পারেন, সমস্ত শক্তি দিয়ে ভিন্নমত মুসলিম ধর্মের বিরোধিতা করছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ তাদের সপ্তম শতকের সংস্কৃতি ধরে রাখছে আর হাই-টেক কোম্পানী ও FDI (foreign direct investment) নিজ নিজ দেশে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ে গরীব থেকে গরীবতর হচ্ছে।

এবার United Nations Development Programme এর একটি রিপোর্ট টি দেখুন In July last year (2001), Arabs were shocked by the findings of a report from a panel of academics for the United Nations Development Programme, spelling out the full extent of this failure. For 20 years, said the UNDP, growth in income per head in the 22 Arab countries has been lower, at an annual 0.5%, than anywhere else in the world except sub-Saharan Africa. One in five Arabs still lives on less than \$2 a day. Around 12m people, or 15% of the workforce, are already unemployed, and on present trends the number could rise to 25m by 2010. অবস্থা যদিকে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, আগামী ২০ বছরের মধ্যেই জাতিসংঘকে মুসলিম ভিক্ষুক ও পুনর্বাসন তহবিল গঠন করতে হবে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়, এজগতে ভিক্ষুক থাকলেও পরকালে রাজা হওয়া যাবে ও প্রচুর পরিমাণে ষোড়শী ছর পাওয়া যাবে।

চীনা কমুউনিষ্ট পার্টির Asst. Secretary ইচে ইন সাং Economist কে দেয়া সাক্ষাতকারে বলেছেন "Main purpose in selling the banks is not to raise money but to transform lending in China. The hope is that private banks run for the benefit of shareholders will lend more productively and more prudently than the big four have managed to date. They could hardly do worse." তা হলে অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? বাঁশের চেয়ে কণ্ঠ শক্ত। মূল মার্ক্সিষ্ট সমাজ তথা চীনা সমাজ তাদের দেশে কমুউনিষ্ট-পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করছে, সেতারা হাশেমের বিশ্বাসের দ্বান্দিক বস্তুবাদের কথিত পথ ধরে না এগিয়ে। (কমুউনিষ্ট পুঁজিবাদ বলছি এ কারণে যে, অর্থনৈতিক ভাবে চীন আমেরিকান ষ্টাইলের অর্থনীতি build up করলেও এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক ভাবে এক পার্টির ই শাসন বজায় রাখছে।) কিন্তু সমস্যা হয়েছে, লেখিকা সেতারা হাশেম ও আমাদের দেশের কমুউনিষ্টদের নিয়ে। তারা তাদের পুরাতন সফট ওয়ারটা আর আপডেট করতে চাচ্ছেন না। তারা এখন ও সাম্রাজ্যবাদের ভূত দেখছেন, যা শুধু পুরাতন সোভিয়েট রাশিয়ান কমুউনিষ্ট পার্টির ইস্তেহারে আছে, বাস্তবে নাই।

আমি আমার পূর্বের দু'একটি লেখায় বলেছিলাম, বর্তমান মুক্ত অর্থনীতির বিশ্বে আদর্শ প্রধান নহে; প্রধান হচ্ছে টেকনোলজি ও অর্থনীতি। এমনকি রাজনীতির সাথে সাথে রাষ্ট্র ও অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। কারণ হাই-টেক ক্রমেই রাষ্ট্রের বর্ডার ধংস করে দিচ্ছে। আমি এখানে ছোট্ট একটি উদাহরণ দিতে চাই। আর তা হচ্ছে সম্প্রতি বাংলাদেশ ও ভারত তসলিমা নাসরিনের ২ টি বই নিষিদ্ধ করেছে। তাতে তসলিমা নাসরিনের লাভ ই হয়েছে, কেননা তার বই ইন্টারনেটে প্রকাশ হওয়ার কারণে বিক্রি হয়েছে হাজারগুন।

বাংলাদেশে একটি কথা আছে হেকমতে (টেকনোলজী) চীন আর হুজুগে বাংগালী। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মার্ক্সবাদ গ্রহন করাতে সময় লেগেছে প্রচুর, কেননা বাংগালীদের মার্ক্সবাদ বুঝে আত্মস্থ করে হুজুগে এসেছে একটু দেবীতে। চীনা কমুউনিষ্ট পার্টি ও ভারতীয় কমুউনিষ্ট পার্টির বয়স সমান সমান। ভারতীয় কমুউনিষ্ট পার্টির মধ্যে তৎকালীন বাংলাদেশ(উভয় বঙ্গ) কমুউনিষ্ট পার্টির শাখার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা একবার যখন মার্ক্সবাদ ধরেছে তখন আর ছাড়ার নাম নেই, কিন্তু মার্ক্সবাদের ঘোড়া কখন মরে ভুত হয়ে গেছে, তা

আর তাদের চোখে পড়ছেন। যা'হোক হেকমতের চীন মার্ক্সবাদ গ্রহন করে কমুউনিষ্ট বিপ্লব করেছে, দেশ কে পুনঃগঠন করেছে এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মার্ক্সবাদকে ছেড়ে দিয়ে পুঁজিবাদের দিকে এগুচ্ছে। চীন নিজেই যখন বলছে বর্তমান বিশ্বে আদর্শ প্রধান নহে, তখনও আমাদের দেশে চীনের সমর্থকগন ও লেখিকা সেতারা হাশেম মার্ক্সবাদের নামে FDI (foreign direct investment) প্রতিহত করে বাংলাদেশের অর্থনীতির বারটা বাজিয়েছেন। এবার দেখা যাক কমুউনিষ্ট-পুঁজিবাদী দেশ চীনের অর্থনৈতিক মন্ত্রী কি বলেন, 'WITH the end of the cold war, old ideological divisions are over. Virtually all nations proclaim allegiance to global markets. But a more intractable division is taking hold, this time based on technology. A small part of the globe, accounting for some 15% of the earth's population, provides nearly all of the world's technology innovations. A second part, involving perhaps half of the world's population, is able to adopt these technologies in production and consumption. The remaining part, covering around a third of the world's population, is technologically disconnected, neither innovating at home nor adopting foreign technologies. (The Economist)"

চীনের কর্মকর্তাগন মনে করেন, আধুনিক টেকনোলজি বিশ্বের ১৫ % ভাগ লোকসংখ্যার হাতে রয়েছে। তারাই বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রন করবে, কাজেই চীনকে তার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অবশ্যই হাই-টেক গ্রহন করতে হবে, আর তা নিজেদের অর্থনীতিতে প্রয়োগ করতে হবে। চীন সেটাই করছে। চীন তার ব্যাংককে ব্যক্তি মালিকানায দিচ্ছে। ব্যাংক রাষ্ট্রের হাতে থাকলে বাংলাদেশে যা হচ্ছে, রাশিয়াতে ও চীনে যা হয়েছে, তাই হয়। সমাজতান্ত্রিক আমলারা আধুনিক অর্থনীতি বুঝেন না। তারা লোন দেয় কমুউনিষ্ট পার্টির নির্দেশ বা রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নির্দেশে। আর সে কারণে বেশীরভাগ লোনই ব্যাংক ফেরত পায় না। ব্যাংক দেওলিয়া হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। এ প্রসঙ্গে Newyork times বলেছে, 'What kind of bank makes loans of which a third will not be repaid? The communist kind.... For decades they made loans based on bureaucratic, not commercial, priorities. Some funds served to prop up bankrupt state enterprises and the legions of workers who depended upon them. Others served social policy of a different kind—keeping cronies happy and palms properly greased. Wang Xuebing, former head of two of the big four banks, lost his job for making dubious loans and lost his liberty for taking bribes." চীন ভালই বুঝেছে, শুধু হাই-টেকই নয় - অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলিকেও মুক্ত অর্থনীতির সহিত যুক্ত না করতে পারলে চীনের উন্নতি হবেনা। কাজেই চীন আমেরিকান কোম্পানী Morgan Stanley কে হায়ার করেছে, যাতে করে চীনা ব্যাংক WTO(world trade organisation) নিয়মাবলির standard এ পৌঁছতে পারে ও প্রচুর পরিমাণে FDI ডলার চীনে পৌঁছায়। সেতারা হাশেম হয়তো বলবেন, এত কিছুর পর ও চীনে কমুউনিষ্ট পার্টি থেকে যাচ্ছে ও চীনে পশ্চিমা গণতন্ত্র নাই। আমেরিকান রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট পার্টি আমেরিকার জনগণের জন্য যেটা করতে পারছে, চীনা মার্ক্সিষ্ট পার্টি যদি সে কাজটিই তার দেশের জন্য করতে পারে, তাহলে চীনকে কমুউনিষ্ট-পুঁজিবাদী দেশ বলতে আপত্তি কোথায়!

৯-১১ ঘটনায় সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে অমুসলিম ভারত ও অমুসলিম চীন। মুসলিমদেশ গুলি বিশেষ করে, পাকিস্তান আশাতীত ভাবে আমেরিকা বিরোধী। আর সেকারনেই আমেরিকা বা পশ্চিমা দেশগুলির FDI পাকিস্তানে যেতে দ্বিধা করছে। কেননা পাকিস্তানে চলছে ধর্মীয় উন্মাদনা। ইউরোপীয় এক জন-জরীপে দেখা গিয়েছে, পাকিস্তানের মুসলিম জনগণের প্রায় ৮৫ % ভাগ মনে করে, আমেরিকা পাকিস্তানের প্রধানতম শত্রু। আর তাকে সাহায্য করছে পারভেজ মোশাররফের সরকার। আশংকা হচ্ছে, যে কোন সময়ই মোশাররফকে হত্যা করা হবে। এটা মুসলিমসম্রাসী বা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে কোন একটি তরফ থেকেই হতে পারে। অথচ পাকিস্তানেরই FDI দরকার সবচেয়ে বেশী। আনবিক বোমা তৈরী করার পর পাকিস্তানের অর্থনীতি ধংসের মুখে। ২০০০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতি বছর রফতানি কমেছে ১০ % (-) ভাগ, আর অপর পক্ষে ভারতের রপ্তানি বেড়েছে ৭ % (+) ভাগ। আনবিক বোমা তৈরী ও তা রক্ষণাবেক্ষন করতে গিয়ে পাকিস্তানের অর্থনীতি ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে। মূলতঃ পাকিস্তানের অর্থনীতি বলতে বিশেষ কিছু নাই। পাকিস্তানের খন রয়েছে তার মোট GDP এর ৫৫ % ভাগ, অপর পক্ষে ভারতের খন রয়েছে তার GDP এর মাত্র ২১% ভাগ, যদিও ২১ % ভাগ ও অনেক বেশী। ভারতের সুবিধার দিক হচ্ছে ভারতে গণতন্ত্র থাকার কারণে ও অমুসলিম দেশ হওয়ার কারণে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। মাত্র ৫৮১ বিলিয়ন ডলার GDP এর দেশ ভারতে বিদেশী পুঁজি, বিদেশী কোম্পানি- বিশেষ করে আমেরিকার কোম্পানি পুঁজি বিনিয়োগ করেছে ৩,১০০ বিলিয়ন ডলার। অপর পক্ষে পাকিস্তানে বিদেশী কোম্পানিগুলি পুঁজি বিনিয়োগ করেছে মাত্র ২৮৫ বিলিয়ন ডলার।

তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? শুধু মাত্র মুসলিম হওয়ার কারণে পাকিস্তান ইতিহাসের বিপক্ষে অবস্থান করছে। অর্থাৎ বিশ্ব প্রগতির বিপক্ষে। যেখানে ভারত ও চীন, আমেরিকা সহ পশ্চিমা বিশ্বের FDI নিয়ে দেশের অর্থনীতি গড়ে তুলছে, সেখানে পাকিস্তান তার প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। সদালাপের বন্ধুরা এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন, সেটা শুধু আল্লাহই বলতে পারেন।